দৈনিক সংবাদ

027

তারিখ 13 SEP 19..

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষকদের প্রতি উপাচার্য

পুলিশ হলে তল্লাশি করতে চাইলে সহযোগিতা করুন

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন আবাসিক হল তল্লাশি করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট হল প্রাধ্যক্ষ এবং আবাসিক শিক্ষকদের পুলিশের সাথে সহযোগিতা করতে অনুরোধ জানান হয়েছে। তাদেরকে আরো অনুরোধ জানান হয়েছে যে হলে

(শেষ পৃ: ৭-এর ক: দ্র:)

সহযোগিতা কামনা করে অভিভাবকদের কাছে উপাচার্যের চিঠি

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকের কাছে ব্যক্তিগতভাবে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। তাতে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানকালে তাদের ছেলে-মেয়ে অথবা ভাই-বোন যাতে শিক্ষার্থীসুলভ আচরণ করে এবং নিয়মকানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে সেজন্য তারা যেন তাদের প্রভাব খাটান।

(শেষ পৃ: ৮-এর ক: দ্র:)

সহযোগিতা করুন

(১ম পাতার পর)

পরিবেশ স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে প্রয়োজন বোধে তারা যেন পুলিশের সহযোগিতা চান।

গতকাল শনিবার অনুষ্ঠিত এক সভায় উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান প্রাধ্যক্ষদের প্রতি এই অনুরোধ জানান বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এক সভায় হল প্রশাসনকে প্রয়োজনবোধে পুলিশ ডাকার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

অন্য একটি সূত্রে জানা গেছে, সন্দেহজনক মনে হবার পরপরই পুলিশ যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোন হলে ঢুকতে পারে সেজন্য সহযোগিতা চেয়ে পুলিশের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ কয়েক দিন আগে উপাচার্যের কাছে একটি চিঠি দিয়েছে।

উপাচার্যের চিঠি

(১ম পাতার পর)

চিঠিতে উপাচার্য লিখেছেন, গত কয়েক মাস ধরে ক্যাম্পাসে অব্যাহত সন্ত্রাস ও আনুষঙ্গিক নানাবিধ প্রতিকূলতা শিক্ষা জীবনকে মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত করেছে এবং গত ১৪ ও ১৫ই জুলাই তিন তিনটি তাজা খুনের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নেয়া কয়েকটি জরুরী পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে চিঠিতে বলা হয়, সন্ত্রাস প্রতিরোধ সম্পর্কে পত্র-পত্রিকা ও সভা-সমিতিতে অনেক প্রতিবাদ ও বক্তব্য উপস্থাপিত হলেও প্রকৃত সমাধানের কোন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ আজ পর্যন্তও নেয়া সম্ভব হয়নি।